

WPSA-BB Newsletter



education organization research
World's Poultry Science Association - Bangladesh Branch

একটি বৈমাসিক পোল্ট্রি নিউজলেটার ওয়ার্ল্ড'স পোল্ট্রি সায়েন্স এসোসিয়েশন-বাংলাদেশ শাখা (WPSA-BB)

WPSA-BB Quarterly Newsletter (বৈমাসিক নিউজলেটার) Volume 11 Issue 1 December, 2021 Web : www.wpsa-bb.com

এ সংখ্যায় থাকছে

- ১ | সম্পাদকীয় ও উপ-সম্পাদকীয় : পৃষ্ঠা ২
- ২ | প্রবন্ধ/নিবন্ধ: পৃষ্ঠা ২-৫
- ৩ | WPSA-BB বার্তা পৃষ্ঠা ৬-৮
- ৪ | WPSA ওয়ার্ল্ড'স প্রাইভেইড আগাম বার্তা: পৃষ্ঠা - ৮

সম্পাদকীয় উপদেষ্টামণ্ডলী

জনাব মসিউর রহমান, সভাপতি, WPSA-BB
জনাব মোঃ মাহাবুব হাসান, সাধারণ সম্পাদক, WPSA-BB
জনাব আব্দুল লুকুফে ফজলে রহিম খান, প্রাক্তন সভাপতি, WPSA-BB

সম্পাদক

প্রফেসর ড. বজ্জুল রহমান মোল্ল্যা, সহ-সভাপতি, WPSA-BB
ই-মেইল : mbmrullah.ps@bau.edu.bd

উপ-সম্পাদক

ড. এ.বি.এম খালেদুজ্জামান, কার্যনির্বাহী সদস্য, WPSA-BB
ই-মেইল : abmk556@gmail.com

সম্পাদনা পরিষদ সদস্যবৃন্দ

ডাঃ মোহাম্মদ আব্দুল সামাদ, সহ-সভাপতি, WPSA-BB
ড. নাথু রাম সরকার, কার্যনির্বাহী সদস্য, WPSA-BB
ড. মোঃ গিয়াস উদ্দিন, কার্যনির্বাহী সদস্য, WPSA-BB
জনাব শাহ ফাহাদ হাবিব, কার্যনির্বাহী সদস্য, WPSA-BB
প্রফেসর ড. মোঃ ইলিয়াচ হোসেন, প্রফেসর BAU, সদস্য, WPSA-BB

সার্বিক সহযোগিতা

WPSA-BB সচিবালয়

মেগ ডিমিসাইল, ফ্লাট বি-৬, প্লট-১১, রোড-৮, ভ্রক-বি, নিকেতন
গুলশান-১, ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

ফোন-৮৮০২২০২৩৮, মোবাইল: ০১৭১১৭০১০১৯, ফ্যাক্স-৮৮০২২০২৭১
ই-মেইল: info@wpsa-bb.com
ওয়েব: www.wpsa-bb.com

সভাপতির বাণী

ওয়ার্ল্ড'স পোল্ট্রি সায়েন্স এসোসিয়েশন- বাংলাদেশ শাখার বৈমাসিক
প্রকাশনা 'ওয়ার্ল্ড'স পোল্ট্রি নিউজলেটার'টি দীর্ঘ বিবরণের পর প্রকাশিত
হলো। প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে এ সফল আয়োজনের জন্য
ধন্যবাদ জানাচ্ছি।



ওয়াপসা-বাংলাদেশ শাখা'র নবগঠিত কার্যনির্বাহী পরিষদের টাইম সিপ্রিট,
আকরিকতা ও একাডেমিক প্রচেষ্টা নিউজলেটারে নিয়মিত প্রকাশনাকেই
গুরু নয় বরং ওয়াপসা-বাংলাদেশ শাখার কর্তৃত সকল প্রকাশনা ও
কার্যক্রম সফর্বার্থী বাস্তু মালিকদলক ছাপা করাবে এবং
আক্ষঙ্কিত পরিমাণে বাংলাদেশ শাখার সমাজ ও মর্যাদা আরও সম্মুখ
করাবে বলৈ আমি দ্রুতভাবে বিশ্বাস করি।

ওয়ার্ল্ড'স পোল্ট্রি সায়েন্স এসোসিয়েশন- বাংলাদেশ শাখার পূর্বে সকল কার্যনির্বাহী পরিষদ ও ছেচাসেবী এ
সংগঠনের সকল বৰ্তমান ও সাবেক সদস্যকে তাঁদের আকৃষ্ট সার্বিক কৃতজ্ঞতা
জানাচ্ছি। প্রকাশনাকে এনেশের খামারি, উদ্যোগী, শিক্ষার্থী ও গবেষকদের হাতের নাগালে পৌছে
নিয়ে ইন্টারন্যাশনাল সেমিনার ও এক্সপো আঞ্চলিক কর্তৃত অপূর্বিক তেমনি দেশীয় পোল্ট্রি শিক্ষা ও
খামারিদের দক্ষতা ভূম্যানে বার্ষিক প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সিস্প্লাইজিয়াম আয়োজন ছাড়াও বেশ কিছু মডেল
প্রযোজন ও বাস্তুয়েন করছি। এছাড়া পোল্ট্রি শিক্ষা সম্প্রসূতি অ্যাসোসিয়েশন ও সহযোগী সংগঠনের সাথে
যৌথভাবে বিভিন্ন কর্মসূচীও বাস্তুয়েন করছি। এছাড়া ধারাবাহিকভাবে গত ৮ এক্স্ট্রোবৰ ২০২১ তারিখে
“প্রতিদিন ডিম খাই, রোগ প্রতিরোধ করুন বাচ্চাই” প্রোগ্রামে সারাদেশে পালিত হয়ে আসি তিম দিনস।
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাপ্তিসন্দেশ অধিনস্তর, জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO),
বাংলাদেশ পোল্ট্রি ইন্ডাস্ট্রি সেক্ট্রাল কাউন্সিল (বিপার্সিসি) এবং ওয়াপসা-বাংলাদেশ শাখা যৌথভাবে এ
দিনসতি উদযাপন করে।

গত ১০ জুনাই ২০২১ তারিখে ওয়াপসা-বাংলাদেশ শাখা'র কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠনের পর নবগঠিত টাইম
নতুন উদ্যোগে কাজ শুরু করাবে। একটি দুষ্পাত্র প্রক্রিয়ান তৈরি করা হয়েছে। ২০২২ সালের ০৫-০৮ জুন
একটি আক্ষঙ্কিত প্রেসেন্টেশন এবং ২০২৩ সালের ২-৪ মার্চ আক্ষঙ্কিত পোল্ট্রি শিক্ষা ও সেমিনার আয়োজনের
সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মৌলিক গবেষণায় উৎসাহ, এমনিমের সাক্ষৰ, ভেটেরিনারি সাইল, প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল সরকারি ও বেসরকারি
বিশ্ববিদ্যালয়ে সেওয়েনসেস কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকেও ওয়াপসা-বাংলাদেশ শাখার
কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ষ করা হবে। পোল্ট্রি ডিম ও খাদ্য সম্পর্কে জামানে বিজ্ঞানী দ্বীপকল্প ও
কনজাম্পন বাড়তে ইতিবাচক প্রচারণার উদ্যোগ নেওয়া হবে; নিরাপদ ডিম, মুরগির মাংস ও ফিড
উৎপাদনের উৎপাদিত করাতে বিভিন্ন কর্মসূচী ও হারণ করা হবে। অর্থাৎ ওয়াপসা-বাংলাদেশ শাখার নতুন
টাইমের জন্য আগামী মুই বছর হবে একটি চালেঙ্গ সময়। সংগঠনের সকল সাধারণ সদস্যকে এ সকল
কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানে এগিয়ে আসার জন্য বিমোত আহুরোধ করাছি।

ওয়াপসা-বিবি নিউজলেটারের আধের ও মান বৃক্ষের লক্ষ্যে আপনাদের সুচিত্তি মতামত ও পরামর্শ প্রত্যাশা
করাছি। আপনাদের সুব্যাহ্য ও সুইতার জন্য দেয়া রহল, সেই সাথে রহিল ইয়েরেজী নববর্ষ-২০২২ এর আগাম
অভেজা!



B-TRAXIM®

The B-TRAXIM® range of essential mineral solutions is based on glycine, and relies on a unique transversal approach, combining technology, chemistry and nutrition. Scientifically validated and supported by numerous publications, B-TRAXIM® products have proven to be highly stable and effective in a variety of species and conditions, while establishing themselves as a reference in the field of organic trace minerals.

Marketed by Inter Agro BD Ltd.

Pancosma makes sense



সম্পাদকীয়

WPSA-BB এর নিয়মিত প্রকাশনা হিসেবে WPSA-BB নিউজলেটার ডিসেম্বর ২০২১ প্রকশিত হল। এবছর সারা বিষ্ণে ১০০টিরও বেশী দেশে গত ৮ অক্টোবর ২০২১ “বৃষ্টি তিমি দিবস” পালিত হয়েছে। বাংলাদেশের সব কঠিটি বিভাগীয় শহর, জেলা শহর, উপজেলা সদর এবং পৌরসভা বিজ্ঞান শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও অত্যন্ত জাঁকজমকভাবে দিবসটি পালিত হয়েছে। এ সংখ্যায় “খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় তিমই সেরা” শীর্ষক শিরোনামে লিখেছেন ড. আবু জাফর মোঃ ফেরদৌস। তথ্য সমূক্ষ লেখাটি পড়ে সকলেই উপকৃত হবেন এবং নির্দিষ্য প্রতিদিন তিমি খাবেন।

সুপ্রিয় পাঠকবুন্দ, এ সংখ্যায় আপনাদের জন্য দেশে ও বিদেশে উদযাপিত হয়েছে অথবা হতে যাচ্ছে এমন বিভিন্ন ধরনের পৌরসভা সংক্রান্ত সংবাদ রয়েছে। নিউজলেটারটির পরবর্তী সংখ্যা নতুন কলেবের আগামী মার্চ, ২০২২ এ প্রকশিত হবে। আপনাদের সকলেই বিভিন্ন বিষয়ে সেখা/মতামত ও পরামর্শ পাঠানোর জন্য অনুরোধ করছি। আপনাদের পাঠানো সেখা/মতামত ও পরামর্শ নিউজলেটারটিতে আরও সমৃদ্ধ করবে। আগামী ২০২২ নতুন বছরে আপনাদের পৌরসভা আরও উন্নতির পথে এগিয়ে যাক এবং আমাদের জন্য বয়ে আনুকূল সর্বাঙ্গীণ সফলতা।

WPSA-BB নিউজলেটারের পাঠক এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই ইংরেজী নববর্ষ ২০২২ এর আগাম শুভেচ্ছা। সবাই ভাল থাকুন এবং সুস্থ থাকুন।

(প্রফেসর ড. মোঃ বজ্রুল রহমান মোল্ল্যা)

সম্পাদক

খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় তিমই সেরা

ড. আবু জাফর মোঃ ফেরদৌস
সহকারী পরিচালক (লীগ রিজার্ভ)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ



বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থার মতে (১৯৯৬), সবসময়ে সব মানুষের কর্মক্ষম ও সুস্থ জীবনের যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য চাহিদার বিপরীতে পচন্দমত পর্যাপ্ত নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাদ্য প্রাপ্তির বাস্তব ও আর্থিক ক্ষমতা থাকার নাম খাদ্য নিরাপত্তা (Food security exists when all people, at all times, have physical and economic access to sufficient safe and nutritious food which meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life!) এর উদ্দেশ্য একটাই যা হচ্ছে নিরাপদ খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করা অর্থাৎ বিশ্বের সব মানুষের প্রয়োজনীয় পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্যের জোগান নিশ্চিত করা পুষ্টিজীবন দুর করা ও দারিদ্র্য হাস্করণের মাধ্যমে কুর্বামুক্ত পৃথিবী গড়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। নিরাপত্তা অর্জিত হয়েছে বলা যাবে তখনই যখন জাতীয় পর্যাপ্ত খাদ্যের সরবরাহ থাকবে এবং সময় ও অঙ্গভূতে সরবরাহ স্থিতিশীল থাকবে, আত্মে পরিবারের খাদ্য সংহারের সুযোগ থাকবে এবং পরিবারের সকল সদস্যের পুষ্টি চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণ নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণের নিশ্চয়তা থাকবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে তাপমাত্রা বৃক্ষিসহ অধিকমাত্রায় প্রাকৃতিক দুর্ঘাগ্র যথা-বন্যা, খাদ্য, বাঢ়, জোছাজস ইত্যাদি বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফসলে পেকা-মাকড় ও রোগবালাই বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে কৃষি, বন ও মৎস সম্পদের উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ছে এবং খাদ্য উৎপাদন বিপ্লিত হচ্ছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, বাংলাদেশে প্রতি বছরে গড়ে প্রায় ৮০ হাজার হেক্টের জমি নানাবিধি কারণে চাষাবাদের বাইরে চলে যাচ্ছে। জনস্থায় প্রতি বছর যুক্ত হচ্ছে ২.৩ লাখ নতুন মৃহ। ফলে বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশের খাদ্য নিরাপত্তা বিপদের সম্মুখীন হচ্ছে।

গবেষণায় আরও জানা গেছে যে, শৈশবে আমিয় ও বিপাকীয় শক্তির ঘাটতি বেশি হয় এবং তা দীর্ঘস্থায়ী হলে শিশুদের মন্তিক সঠিকভাবে গঠিত হয় না এবং পরবর্তীতে ঘাটতি প্রুণ হলেও মন্তিকের এ ক্ষতি আর প্রুণ হয় না। ফলে তাদের মেধা অবিকশিত থেকে যায়। অপুষ্টির কারণে বাঢ়ত ও বয়স ব্যক্তির দৈহিক ও মানসিক কর্মক্ষমতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। ফলে মানুষ অলস ও কর্মহীন হয়ে পড়ে, রাত্বাবন ও বলিষ্ঠ হয় না, চিংড়ি শক্তি লোপ পায়, ঘৰ ঘন রোগে আক্রান্ত হয়, উশ্খাল ও অনুষ্ঠানী হয় এবং সৈনিকতা বর্জিত কাজে লিঙ্গ হয়। জাতীয় জীবনে এটা উন্নয়নের এক বিপরীত বাধা। কারণ এদের মাথাপিছু সম্পাদিত কাজের পরিমাণ বড়ু নগ্ন্য। ছেট বাচ্চারা অপুষ্টিজনিত নানাবিধি রোগে জন্মগতভাবে ভোগে এবং তাদের দৈহিক বৃদ্ধি অত্যন্ত শুরু হয় ও বৃদ্ধি এবং মনের বিকাশ ঘটে না। এ সমস্তই ভবিষৎ প্রজন্ম তথা সমস্ত জাতির জন্য উদ্বেগের বিষয়। জনগনের সুস্থিতি হচ্ছে একটি দেশের সম্পদ। জনগনের অধিকাংশ যদি অপুষ্টিতে ভোগে তাহলে দেশ ও জাতির সার্বিক উন্নতি প্রতি পদক্ষেপে বিপ্লিত হবে।

বিশ্ব খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) এর মতে মানুষের প্রতি কেজি দৈহিক ওজনের জন্য টৈনেনিন আমিয়ের চাহিদা ১ থাম। একজন বয়ক্ষ বাংলাদেশীর গড় ওজন ৫৫ হতে ৬০ কেজি হলে তার জন্য দৈনন্দিন আমিয়ের জন্য অত্যাবশ্যকীয় এমাইনো এসিডের উপস্থিতি কর থাকে। তাই পুষ্টিবিদগণ দৈহিক চাহিদা অনুযায়ী মোট আমিয়ের কমপক্ষে ৩০-৫০% প্রাণিজ আমিয় আমিয় গ্রহণের পরামর্শ দেন। বিশেষ করে প্রস্তুতি মা ও শিশুদের খাদ্যের অর্ধেক বা ২/৩ অংশ আমিয় প্রাণিজ উৎস থেকে হওয়া বাক্ষণিক। উন্নত বিষ্ণে জনপ্রতি আমিয়ের মোট চাহিদার ৭০% প্রাণিজ আমিয় থেকে সরবরাহ করা হয় অর্থ বাংলাদেশে এর পরিমাণ মাত্র ১০-১২%।

উপ্তিজ্ঞ আমিয়ের তুলনায় প্রাণিজ আমিয়ের জৈব মূল্য বেশি এবং প্রাণিজ আমিয়ে সকল বয়সের মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় এমাইনো এসিডগুলো বিদ্যমান থাকে। আর এই প্রাণিজ আমিয়ের অন্যতম উৎস হলো দুধ, তিম, মাছ ও মাংস।



উপ-সম্পাদকীয়

সবাইকে বিজ্ঞ দিবসের শুভেচ্ছা WPSA-BB এর নিয়মিত প্রকাশনা নিউজলেটার ডিসেম্বর-২০২১ সংখ্যাটি প্রকশিত হলো। এতে সকল নিয়মিত প্রকাশনার পাশাপাশি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশের সহকারী পরিচালক (লীগ রিজার্ভ) ড. আবু জাফর মোঃ ফেরদৌস এর “খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় তিমই সেরা” বিষয়ে একটি অত্যন্ত তথ্যবহুল ও গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশিত হলো। এটি পৌর্ণ পালনের অভ্যাসায় বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সবাইকে জন্য রংলো ইংরেজী নববর্ষের আগাম শুভেচ্ছা।

ড. এ.বি.এম. খালেদুজ্জামান

উপ-সম্পাদক

JIMS Jims Tech International

Represents :



HUVEPHARMA
We add performance to your business

উল্লেখ্য যে প্রাণিজ আমিদের মধ্যে ডিমের জৈবমান (১৪%) সবচেয়ে বেশী, এরপর গক্তর দূর্ধ (১১%), মাছ (৮৩%) এবং মাংস (৮০%)।

*সংযুক্তি: উপাধিক্ষ (ভারপ্রাণ), বিনাইদহ সরকারি ভেটেরিনারি কলেজ, বিনাইদহ

ডিমের পুষ্টি

সাধারণত প্রত্যেক মানুষের প্রতিদিন অবশ্যই ৬টি পুষ্টি উপাদান (শর্করা, আমিষ, চরি, প্রটিটিন, খনিজ ও পানি) খাদ্যের মাধ্যমে গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু আমরা প্রতিদিন উপরোক্ত পুষ্টি উপাদানগুলি গ্রহণ করছি কিনা তা আমেকেই প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় এক সকল পুষ্টি উপাদান যাতে থাকে সেদিকে খেয়াল রাখা একান্ত প্রয়োজন। করান উক্ত পুষ্টি উপাদান গুলি একক কেন খাদ্যে পাওয়া দুর্ক। বিস্ময়কর হলেও সত্তা মে ডিমই এক মাত্র খাদ্য যার মধ্যে মানবদেহের জন্য প্রয়োজনীয় সকল পুষ্টি উপাদান বিদ্যমান। এ জন্যই ডিমকে একটি পূর্ণাঙ্গ খাদ্য (A complete food) বলা হয়। ১টি মূরগীর ডিমে পাঁচির পরিমাণ সারণী -১, আমির জাতীয় খাদ্যের খুচরা মূল্য ও প্রতি গ্রাম প্রাপ্ত আমিদের তুলনামূলক খরচ সারণী -৩ এবং মানুষের দৈনিক মাথাপিছু গতি পুষ্টি চাহিদা এবং এই চাহিদা পূরনে ১টি ডিমের অবদান সারণী -৪ এ উল্লেখ করা হলো :

সারণী- ১: মূরগীর ডিমের পুষ্টিমান

পুষ্টি (একক)	পরিমূল ডিম	ডিমের সদা অংশ	ডিমের কুসুম
খাদ্য শক্তি (কিলোক্যালরি)	৭২	১৭	৫৫
আমিষ (গ্রাম)	৬.৩	৩.৬	২.৭
শর্করা (গ্রাম)	০.৩৬	০.২৪	০.৬১
চরি (গ্রাম)	৮.৮	০.০৬	৮.৫
মনো অসম্পৃক্ত ফ্যাট (গ্রাম)	১.৮	০	২
পলি অসম্পৃক্ত ফ্যাট (গ্রাম)	১	০	০.৭২
সম্পৃক্ত ফ্যাট (গ্রাম)	১.৬	০	১.৬
ট্রাপ্স ফ্যাট (গ্রাম)	০.০২	০	০.০২
কোলেস্টেরল (মিলিগ্রাম)	১৮.৬	০	১৮.৪
কোলিন (মিলিগ্রাম)	১২.৬	০.৮	১১.৬
রাইবোফ্লোডিন (মিলিগ্রাম)	০.২	০.১৫	০.০৯
ভিটামিন বি১২ (মাইক্রোগ্রাম)	০.৮৫	০.০৩	০.৩৩
ফোলেট (মাইক্রোগ্রাম)	২৪	১	২৫
ভিটামিন ডি (আই ইট)	৮১	০	৩৭
ভিটামিন এ (আই ইট)	২৭০	০	২৪৫
ভিটামিন বি৬ (মিলিগ্রাম)	০.০৯	০	০.০৬
থায়ামিন (মিলিগ্রাম)	০.০২	০	০.০৩
ভিটামিন ই (মিলিগ্রাম)	০.৫	০	০.৮৮
সেলিনিয়াম (মাইক্রোগ্রাম)	১৫.৮	৬.৬	৯.৫
ফসফরাস (মিলিগ্রাম)	১৯	৫	৬৬
আয়ারন (মিলিগ্রাম)	০.৮৮	০.০৩	০.৮৬
জিঙ্ক (মিলিগ্রাম)	০.৬৫	০.০১	০.৩৯
ক্যালসিয়াম (মিলিগ্রাম)	২৮	২	২২
সোডিয়াম (মিলিগ্রাম)	৭১	৫৫	৮
পটাসিয়াম (মিলিগ্রাম)	৬৯	৫৪	১৯
ম্যাগনিসিয়াম (মিলিগ্রাম)	৬	৮	১

Source: USDA (2010) National Nutrient Database for Standard Reference, Release 23

ডিমের প্রোটিন ও এমাইনো এসিড

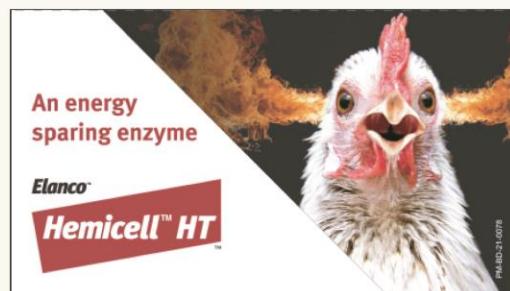
মানব দেহের খাদ্য বিপরীতে প্রাক্তিকায়, দেহের বৃক্ষি, গঠন, সংরক্ষণ ও দৈহিক ক্রিয়া সংগঠনে এমাইনো এসিডের রয়েছে ব্যাপক ভূমিকা। এমাইনো এসিড ছাড়া উপরোক্ত কার্যক্রম সংগঠন ও সম্পূর্ণ হয় না। এর কিছু মানব দেহেই উৎপন্ন হয় (সিনথেসিস) আর বাকী এমাইনো এসিড গুলি (Tryptophan, Threonine, Isoleucine, Leucine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, Histidine,Valine) খাদ্যের মাধ্যমে দেহে সংগৃহীত হয়।

মজার ব্যপার হলো এই এমাইনো এসিড গুলির সবকটিই ডিমে বিদ্যমান যা অন্য কোন প্রাকৃতিক খাদ্যে একক ভাবে নেই। ফলে ডিমকে একটি পরিপূর্ণ আমিদ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কারণ ডিমের প্রোটিনে সবকটি অত্যাবশ্যকীয় এমাইনো এসিড বিদ্যমান। এ জন্য ডিমের প্রোটিন অন্য যে কোন প্রোটিনের চেয়ে অত্যন্ত উচু মানের। ডিমের প্রোটিন ও এমাইনো এসিডের পরিমাণ সারণী -২ এ উল্লেখ করা হলো :

সারণী-২: মূরগীর ডিমে প্রোটিন ও এমাইনো এসিড (সম্পূর্ণ, পূর্ণ সেদ্ধ)

পুষ্টি (একক)	পুষ্টিমান (গ্রাম/১০০ গ্রাম)	৭৭ গ্রামের পুষ্টিমান (গ্রাম)
প্রোটিন	১২.৬	৬.৭
ট্রিপ্টোফেনে	০.১৫৩	০.১৩
থ্রিওনিন	০.৬০৮	০.৩১
আইসোলিউসিন	০.৬৮৬	০.৩৬
লিউসিন	১.০৭৫	০.৫৭
লাইসিন	০.৯০৪	০.৪৫
মিথিওনিন	০.৩৯২	০.২৩
সিস্টিন	০.২৯২	০.১৫
ফিনাইলএলাসিন	০.৬৬৮	০.৩৪
টাইরোসিন	০.৫১৩	০.২৭
ভালিন	০.৭৬৭	০.৮৮
আর্জিনিন	০.৭৫৫	০.৮১
হিস্টিডিন	০.২৯৮	০.১৫
এলানিন	০.৭০০	০.৩৭
এসপারাটিক এসিড	১.২৬৪	০.৬৭
গুটামিক এসিড	১.৬৮৮	০.৮৭
গ্লাইসিন	০.৮২৩	০.২২
প্রোলিন	০.৫০১	০.২৬
সেরিন	০.৯৩৬	০.৪৯

Source: USDA (2014) National Nutrient Database for Standard Reference, Release 27



সারণী-৩: আমিয় জাতীয় খাদ্যের খুচরা মূল্য ও প্রতি গ্রাম প্রাপ্য আমিয়ের তুলনামূলক খরচ:

খাদ্যের নাম (কাঁচা/সংজে)	খুচরা মূল্য/কেজি (টাকা)	ভক্ষণীয় অংশ (%)	খাদ্যে আমিয়ের পরিমাণ (%)	আমিয়ের জৈবমান (%)	প্রাপ্য আমিয় (গ্রাম/কেজি সংজে খাদ্য)	প্রতি গ্রাম প্রাপ্য আমিয়ের খরচ (টাকা)
ডিম (মুরগী)	১৩০	৯০	১২.৬	৯৪	১০৬.৬০	১.২২
দুধ (গুরু)	৬০	১০০	৩.৫০	৯১	৩১.৮৫	১.৮৮
মাংস (ব্রয়লার)	১৬০	৭০	২৩.৪	৭৯	১২৯.৮০	১.২৮
মাংস (দেশী)	৮৫০	৬৫	২৪.৬	৭৯	১২৬.৩২	৩.৫৬
মাংস (সোনালী)	২৬০	৬৫	২৪.৬	৭৯	১২৬.৩২	২.০৬
মাংস (গুরু)	৫৫০	৮৮	২২.০	৮০	১৫৪.৮৮	৩.৫৫
মাছ (কই)	৩২০	৭৮	১৬.৬	৮৩	১০৭.৮৭	২.৯৮
মাছ (পাংগাস)	১৬০	৮৫	১৪.২	৮৩	১০০.১৮	১.৬০

উৎসঃ ক) খাদ্যভিত্তিক পুষ্টিবিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (২০০৫); খ) মানুনুর রশিদ (২০০৩); গ) সিদ্ধিকা করীর (১৯৮৭)

ডিমের ফ্যাট ও ফ্যাটি এসিড

এটি সত্ত্বেও ডিমের কুসুমে ফ্যাট আছে। তবে সব ফ্যাট মানুষের জন্য অপস্থিতি নয়। ডিমের কুসুমের মোট ফ্যাটের মধ্যে ১৬% পলি আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট এসিড, এর মধ্যে লিনোলিক এসিডের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য, কারন মানবদেহ এই এসিড উৎপন্ন করতে পারে না। লিনোলিক এসিড মানবদেহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারন এটি শরীরের জন্য অন্যান্য দরকারী ফ্যাট এসিড (লিনোলিনিক ও এরাকিটেনিক এসিড) উৎপন্ন করে। এরাকিটেনিক এসিড হতে আবার প্রোটিগ্যান্ডিন উৎপন্ন হয়। এই প্রোটিগ্যান্ডিন আবার মানবদেহের বিভিন্ন কার্যবলুপ নির্ধারণকারী হরনের মত কাজ করে। প্রোটিগ্যান্ডিন একদিকে যেমন কিডনীকে স্বাভাবিক রাখে অন্যদিকে গ্যাস্ট্রিকের হাত থেকে মানবদেহকে রক্ষা করে। প্রোটিগ্যান্ডিন থেকে প্রাথমিক নামক পদার্থের উৎপত্তি ঘটে যা রক্তের অনুচ্ছিকা ও অন্যান্য কোষের স্বাভাবিক কার্যক্রম নির্ধারণ করে। ডিমের কুসুমে মনো আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট এসিডও (ওলিয়িক এসিড) পাওয়া যায়। ডিমের বিভিন্ন ধরনের ফ্যাটের পরিমাণ (টেবিল-১) এ উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণী-৪: মানুষের দৈনিক মাথাপিছু গড় পুষ্টি চাহিদা এবং এই চাহিদা প্রেরণে ১টি ডিমের (মুরগী) অবদান

পুষ্টি (একক)	দৈনিক মাথাপিছু গড় পুষ্টি চাহিদা		মানুষের দৈনিক পুষ্টি চাহিদায় ১টি ডিমের	
	(মার্বারি শ্রম)		অবদান (%)	
	পুরুষ (৬০ কেজি)	মহিলা (৫০ কেজি)	পুরুষ	মহিলা
খাদ্য শক্তি (ক্লিকোক্যালরি)	২৮০০	২২০০	২.৫৭	৩.২৭
আমিয় (গ্রাম)	৬০	৫০	১০.৫০	১২.৬০
চর্বি (গ্রাম)	৯৫	৭০	৫.০৫	৬.৮৬
শর্করা (গ্রাম)	৩০০	২৩০	০.১২	০.১৬
ক্যালসিয়াম (মিলিল্যাম)	৮০০	৮০০	৭.০০	৭.০০
ফসফরাস (মিলিল্যাম)	৭০০	৭০০	১৪.১৪	১৪.১৪
অয়রেল (মিলিল্যাম)	২৮	২৮	৩.১৪	৩.১৪
জিংক (মিলিল্যাম)	১১	৮	৫.৯১	৮.১৩
সেলিনিয়াম (মিলিল্যাম)	৫৫	৫৫	২৮.০০	২৮.০০
আয়োডিন (মিলিল্যাম)	১৫০	১৫০	২০.১৩	২০.১৩
ভিটামিন এ (মাইক্রোগ্রাম)	৬০০	৬০০	৮৫.০০	৮৫.০০
ভিটামিন বি১ (মিলিল্যাম)	১.২	১.০	১.৬৭	২.০০
ভিটামিন বি২ (মিলিল্যাম)	১.৬	১.৩	১২.৫০	১৫.৩৮
ভিটামিন বি৩ (মিলিল্যাম)	১.৬	১.৪	১৩.৭৫	১৫.৭১
ভিটামিন বি১২ (মাইক্রোগ্রাম)	২.৮	২.৮	১৮.৭৫	১৮.৭৫
ভিটামিন ই (মিলিল্যাম)	১৫	১৫	৩.৩৩	৩.৩৩
কোলিন (মিলিল্যাম)	৫৫০	৪২৫	২২.৯১	২৯.৬৫
ফোলিক এসিড (মাইক্রোগ্রাম)	৮০০	৮০০	৬.০০	৬.০০

উৎসঃ ক) খাদ্যভিত্তিক পুষ্টিবিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল (২০০৫), খ) Health Supplements Nutritional Guide (2001),
জ) URL: www.eatwell.gov.uk, www.britegg.co.uk

কোলেস্টেরল ভীতি ও ডিমের কোলেস্টেরল

ডিম উচ্চ পুষ্টির আধার হওয়া সত্ত্বেও আমরা অনেকেই বিশ্বাস্য সংহ্যা (WHO) কর্তৃক সুপারিশকৃত নৃন্যাতম ১৮৩টি ডিম/ব্যক্তি/বছর ভক্ষন করিন না। এর অন্যতম প্রধান কারন হিসেবে ডিমের উচ্চভাবে কোলেস্টেরল ধারনাকে দায়ী করা হয়। সাধারণভাবে কোলেস্টেরল বলতে প্রাণীদেহের রক্তে ও কোষে বিদ্যমান এক ধরনের চর্বি জাতীয় পদার্থকে বুঝায়।

দেহের জন্য কোলেস্টেরল অত্যাবশ্যকীয় কিন্তু ইহা খাদ্যের সাথে যোগান দেয়ার প্রয়োজন হয় না। তবুও একজন মানুষের জন্য খাদ্যের মাধ্যমে দৈনিক সর্বোচ্চ কোলেস্টেরল অভিযনের মাত্রা হলো ৩০০ মিলিগ্রাম (FAO, NRC)। শরীরের প্রতিদিন ২০০০ মিলিগ্রাম পর্যন্ত কোলেস্টেরল সিনথেসিস করতে সক্ষম। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দৈনিক গড়ে প্রায় ১২০০ মিলিগ্রাম কোলেস্টেরল প্রয়োজন। যদি একজন মানুষ দিনে ৫টি ডিম খায় যা ২০০ মিলিগ্রাম (১৭%) কোলেস্টেরল সরবরাহ পায় তবে আরও ১০০ মিলিগ্রাম (৭৫%) কোলেস্টেরল শরীর কর্তৃক সিনথেসিস হওয়া চাই। লিভার থেকে দৈনিক ব্যাপক পরিমাণ কোলেস্টেরল উৎপন্ন হয়। যখন আবার ডিম খাই তখন লিভার থেকে কম (যাত্রুক প্রয়োজন) কোলেস্টেরল উৎপন্ন হয়। একজন সুস্থদেহের মানুষের ক্ষেত্রে কেবল দৈনিক মেট্র কোলেস্টেরলের চাইল্ড ও খাদ্য কর্তৃক পরিমাণ কোলেস্টেরল সিনথেসিস হয়। [উল্লেখ্য যে, হাইপারকোলেস্টেরোলেমিয়ায় আক্রমণ মানুষের দেহে উপরোক্তাখন মাস্কিনিজ মূলত বিকল হয়ে পড়ে।]

২০০০ সালে সিরাম কোলেস্টেরল এবং হৃদরোগের সাথে ডেয়েটারী কোলেস্টেরল এর সম্পর্ক বৈজ্ঞানিক দলিল প্রমাণসহ পূর্ণরূপীভূত হয়। বৈজ্ঞানিগণ সন্দেহীভূতভাবে প্রমাণ করেছেন যে, রক্তের সিরামে ক্ষতিকর লো-ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিনস (LDL) এর বৃক্ষি ও হৃদরোগের বৃক্ষির উপর তার্যেটারী কোলেস্টেরল এবং প্রভাব খুবই নগ্নয়, যেখানে সম্পৃক্ত এসিডের প্রভাব তুলনামূলক বেশী। পরীক্ষা করে দেখা দেছে ডিমের কোলেস্টেরল মানব দেহে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। ডিমের ভৌতিক থাকে লেসিথিন নামক উপাদান যা রক্তনালীর গায়ে কোলেস্টেরল জমতে বাধা সৃষ্টি করে অথবা জামাট বাধা কোলেস্টেরল অব্যুক্ত করে দেয়, ফলে বয়স্ক ব্যক্তিদের বা যারা উচ্চ রক্তচাপে ভাঙেন তাদের শরীরে বিরূপ কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না। এছাড়া ডিমের কিছু উপাদান যেমন- ওভোমিউসিন (Ovomucin) এবং ফিংগেমাইয়োলিন (Sphingomyelin) ক্ষুদ্রতে কোলেস্টেরল এর শোষণ হস্ত করতে সক্ষম। সাম্প্রতিক বহু গবেষণার তথ্য হল এই যে, বেশীর ভাগ মানুষের জন্য দৈনিক ১-২টি ডিম আবারে কোন ব্যাহ্য বৃক্ষি নেই এবং রক্তের কোলেস্টেরলের উপর কোন ক্ষতিকর প্রভাব নেই (FAO, 2013; Rossiet al., 2013)।

রক্তের সিরামে ক্ষতিকর লো-ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিনস (LDL) এর বৃক্ষির মাত্রা ২০-২৫% খাদ্য জনিত কারণগত ২০-২৫%। বাস্তী ৭৫-৮০% এর কারণ হিসেবে বিভিন্ন নিয়ামককে চিহ্নিত করা হয়। রক্তের সিরামে লো-ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিনস (LDL) এর বৃক্ষির কারণ নিচে উল্লেখ করা হলো:

সারী-৫৪ রক্তের সিরামে ক্ষতিকর লো-ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিনস (LDL) এর বৃক্ষির কারণ

খাদ্য জনিত কারণগত ২০-২৫%	খাদ্য ব্যাতীত অন্যান্য কারণগত ৭৫-৮০%
-অবিরাম মাদ্যপান,	-বংশগতি,
-অতিভজন (অত্যধিক ক্যালরি গ্রহণ),	-ধূমপান,
-জ্বর্ণটি,	-আর্বেজনিত শীতৃণ,
-গুরুগত সময়হীনতা,	-পরিবেশ শূন্য,
-অধিক পরিমাণে সম্পৃক্ত ফ্যাট এসিড গ্রহণ,	-অতিশ্রদ্ধা,
-অত্যাধুনিক পরিমাণে আঁশজাতীয় খাদ্য গ্রহণ,	-মানসিক চাপ,
-খাদ্যাভাসের হঠৎ পরিবর্তন ইত্যাদি	-মাদকপ্রদ্রব্য সেবন,
	-হরমোন ও এনজাইমের সময়হীনতা,
	-উচ্চ রক্ত চাপ ইত্যাদি

ডিমের ভিটামিন ও মিনারেলস

ডিমে প্রচুর পরিমাণ ফ্যাট সল্যুবল ভিটামিন এ তি এবং ই সহ সকল প্রকার ভিটামিন (ভিটামিন সি বাদে) বিদ্যমান যা অন্যান্য প্রোটিন সোর্স যেমন দুধ, মাছ ও মাংসে নাই বাল্পেলি চলে। তাছাড়া ডিমে প্রচুর পরিমাণে ফলিক এসিড এবং খনিজ সমূহ হেমান আয়রন, ক্যালসিয়াম, কপোর, সোডিয়াম, ফসফরাস সমূহ অধিক পরিমাণে বিদ্যমান। ১টি ডিমে রয়েছে সমমূল্যের দুধের চেয়ে ৪ গুণ বেশী আয়রন ও ফসফরাস।

ডিম সম্পর্কিত গবেষণাভিডিক কিছু তথ্য

- ডিমের সাদা অংশে থাকে লুইঝিন্টিন ও লুসিক্রোম নামক উপাদান। এই উপাদান দ্বয় ক্যাপ্যাসের কোষ বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, ফলে দেহের ভিতর সাধারণ বৈজ কোষ ক্যাপ্যাসের প্রাদুর্ভাব প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে।
- ব্রেস্ট ক্যাসেরের বুকি করায়। যারা সঙ্গে হচ্ছে ২টি ডিম খায় তাদের তুলনায় ৪৪% বুকি কর থাকে তাদের যারা সঙ্গে হচ্ছে ৬ টি ডিম খায়।
- হাই-ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিনস (HDL) কে ভাল কোলেস্টেরল উৎপন্ন হয়। যদের দেহে HDL মাত্রা বেশী থাকে তাদের হৃদরোগ, স্ট্রোক এবং বিভিন্ন ঘাসজনিত সমস্যার বুকি কর থাকে। দেখা গেছে যে, যারা ২টি ডিম ৬ সঙ্গায় যাবৎ আবার করে তাদের রক্তে ১০% HDL মাত্রা বৃক্ষি পায়।
- লো-ডেনসিটি লাইপোপ্রোটিনস (LDL) কে খারাপ কোলেস্টেরল বলা হয়। হৃদরোগের বুকি বাড়াতে এই LDL অক্ষে অন্যান্য কারণ (যেমন- ধূমপান, অতিশ্রদ্ধা ছুলতা, ব্যায়ের স্থলতা, মানসিক চাপ, আবেগজনিত পীড়ুন ইত্যাদি) বেশী গুরুতর।
- অস্ট্রেলিয়া, কানাডা ও আইরিশ হার্ট ফাউনেশন এবং ব্রিটিশ নিউট্রিশন ফাউনেশন সাম্প্রতিক তথ্য প্রদান করে যে ডিম দেয়ে হৃদ রোগের বুকি বাড়ার কোন প্রাণ পাওয়া যাবাই।
- ডিমের মধ্যস্থিত লাইপোপ্রোটিনস উদ্বোধন মানবদেহের মিট্রোক্লিন উদ্বোধনা ও গঠন, স্থায় কোষ ও স্কুটি রক্কাকীরী কোষ রক্ষা করে।
- ডিম মানবদেহে এন্টিবিডি তৈরিতে সাহায্য করে।
- ডিমের লিউটিন এবং যায়ায়ানথিন মধ্যবয়স্ক ব্যক্তিদের চোখ ভাল রাখতে সাহায্য করে।
- যে সমস্ত বয়স মহিলারা প্রাণীজ প্রোটিন (ডিম) অপেক্ষা উঙ্গিজ প্রোটিন বেশী গ্রহণ করে, তাদের দেহের প্রয়োজনীয় প্রোটিন অপেক্ষাকৃত কর সংশ্লিষ্ট হয়।
- গৰ্ভবতী মায়েরা যারা কর পরিমাণে প্রাণীজ প্রোটিন গ্রহণ করে তাদের ভূমিট সত্ত্বনের ওজন ব্যাডিকেরে তুলনায় কর থাকে।
- উচ্চ মানের প্রোটিন (যেমন: ডিম) খেলে মাংসপেশীর ক্ষয় কর হয়।
- মায়ের বুকের দুধ সবেমাত্র ছাড়া শিশুদের জন্য ডিমের কুসুম একটি আর্দশ আয়রন এর উচ্চ স্তর দিসে ব্যাহ্য কর হয়।
- ডায়াবোটিস (টাইপ-২) আক্রমণ একজন মানুষ যদি সঙ্গায়ে ন্যূনতম ১২টি ডিম খায় তাহলে তাদের হৃদরোগের কোনো সমস্যা দেখা যায় না।
- ডিমে আছে আয়োডিন ও সেলেনিনিয়াম যা ধাইরয়েড হরমোন সিনথেসিসের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ দুটি মিনারেল দেহের ধাইরয়েডের কার্যক্ষমতা বৃক্ষি করে এবং দৈহিক ওজন হাস্য করে।

'ডিম-ভিটামিন ডি' এর সাথে কোভিড-১৯ এর সম্পর্ক

বেস্টার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিভাগের শিক্ষক প্রাক্ষেপ হালিক মত প্রকাশ করেন যে, ভিটামিন ডি আমাদের দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃক্ষি করে। তিনি ১,৯০,০০০ জন আমেরিকানদের রক্তে ২৫-হাইড্রোডি ভিটামিন ডি-এর উপস্থিতি পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, যদের দেহে ভিটামিন ডি এর পরিমাণ কর আছে তাদের কোভিড-১৯ এর আক্রমণ হওয়ার খুবি ৫৪% বেশী। তিনি আরো দেখেছেন যে, অস্ট্রেলিয়ার এক চতুর্থাংশ লোক ভিটামিন ডি এর অভাবে ভুগছেন যা বেড়ে শীতকালে ৪০% হচ্ছে। যেহেতু যে কোন খাবার থেকে ডিমে বেশি পরিমাণে ভিটামিন ডি থাকে তাই প্রতিদিন ২টি করে ডিম খেলে একজন ব্যক্তির ভিটামিন ডি -এর দৈহিক চাহিদার ৮২% পূরণ হয়। অন্যদিকে চীনের একজন কোভিড-১৯ বিশেষজ্ঞ জেং ওয়েন হং বলেছেন যে, দিনে ৩-৪টি ডিম খেলে কোভিড-১৯ এ আক্রমণ একজন ব্যক্তি দ্রুত আরোগ্য লাভ করে।

উপস্থিতার

আমাদের দেশের ভূমির পরিমাণ কর এবং জনসংখ্যা সে তুলনায় অনেক বেশী। তাছাড়া ক্রমাগতভাবে প্রতি বছর ১.৪% হারে জনসংখ্যা বেড়েই চলেছে এবং সেই সাথে ১% হারে চায়েয়া জমিও হাসপাতালে। প্রাণিজ আমিষের ব্যাপক ঘাটাতির বিষয়টি আমাদের দেশের জন্য একটি কঠিন সমস্যা।

WPSA-BB বার্তা

স্থানীয়

কার্যনির্বাহী পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ সভা-অক্টোবর, ২০২১

WPSA-BB এর কার্যনির্বাহী পরিষদের ১৯১ তম সভা নির্বাহী পরিষদের সভাপতি জনাব মসিউর রহমান এর সভাপতিত্বে ২২ অক্টোবর, ২০২১ইং রোজ শনিবার বিকাল ০৪০০ ঘটকায় WPSA-BB সচিবালয়ছ সভাকক্ষ (৭ম তলা), মেগা ডিমিসাইল, ফ্ল্যাট-৬বি, প্লট-৯১, ব্রক-বি, রোড-৪, নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর আলোচনা করা হয় :

১। বিশ্ব ডিম দিবস-২০২১' উদযাপন প্রসঙ্গ

২। আন্তর্জাতিক পোলিন্ট্রি শো ও সেমিনার আয়োজন প্রসঙ্গ - আলোচনা শেষে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

(১) আন্তর্জাতিক সেমিনার - ২০২২ খণ্ডক্রমে ৩ এবং ৪ জুন, ২০২২ তারিখ "International Seminar & Policy Discussion on Safe and Sustainable Poultry Production in Bangladesh" শিরোনামে একটি সেমিনার আয়োজন।

(২) ১২তম আন্তর্জাতিক পোলিন্ট্রি শো ও সেমিনার - ২০২৩ খণ্ডক্রমে ০২, ০৩ এবং ০৪ মার্চ, ২০২৩।

৩। ২০২২-২০২৩ এবং তৎপূর্ববর্তী সময়ের সদস্যপদ নবায়ন প্রসংগ-সাধারণ সম্পাদক সভাকে জানান যে, সম্মিলিত সদস্যদের আগামী ২০২২ইং সাল পর্যন্ত সময়ের সদস্যপদ নবায়ন আগামী ১৭ই অক্টোবর, ২০২১ হতে ৯ই ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত চলবে।

৪। নিকেতনে অবস্থিত ফ্ল্যাট বিক্রয় প্রসংগ - নিকেতন, গুলশান-১, ঢাকায় অবস্থিত ফ্ল্যাটটি বিক্রয়ের জন্য জনাব মোঃ সিরাজুল হক, সহ-সভাপতি, WPSA-BB-কে আহ্বায়ক এবং ডাঃ বিপুব কুমার প্রামাণিক কোষাধুক্কে সহ-আহ্বায়ক করে একটি সাব-কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত সর্বসমতিক্রমে গৃহীত হয়।

৫। **WPSA-BB Newsletter-** WPSA-BB কর্তৃক ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে প্রকাশিত "WPSA-BB নিউজ লেটার" প্রকাশনার কাজ অক্টোবর-তিসেম্বর, ২০২১ ত্রৈমাস থেকে পুরুষার্থ শুরু হবে। এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যালয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ও সময়সূচীর প্রক্রিয়া ড. বজ্রুল রহমান মোঝা, সহ-সভাপতি, WPSA-BB-কে সম্পাদক প্রফেসর ড. এবং ড. এ বি এম খালেদুজ্জামান, নির্বাহী সদস্য, WPSA-BB-কে উপ-সম্পাদক জন্য ১টি সম্পাদকীয় উপদেষ্টামণ্ডলী ও সম্পাদনা পরিষদ গঠনে সর্বসমতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৬। **WPSA-BB Membership Scrutiny** কমিটি গঠন প্রসংগ-সদস্যপদ প্রাপ্ত ও নবায়নের জন্য প্রাপ্ত আবেদনপত্র গঠনত্বের শর্তীবলী মোতাবেক যথাযথ কিনা তা যাচাই-বাছাইয়ের জন্য জনাব মোঃ সিরাজুল হককে আহ্বায়ক ও জনাব ফায়েজুর রহমান (ফায়েজ) কে সদস্য সচিব করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উল্লেখ্য যে, কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক সদস্য পদ অনুমোদনের প্রাক্কালে কমিটির সুপারিশ আমলে নেয়া হবে।

৭। **WPSA-BB বিভাগীয় সাব-কমিটি গঠন প্রসংগ-** সাধারণ সম্পাদক সভাকে জানান যে, বর্তমানে WPSA-BB এর কোন বিভাগীয় সাব-কমিটি নাই। আলোচনা শেষে একটি ডিভিশনাল সাব-কমিটি গঠনের প্রস্তাব সর্বসমতিক্রমে গৃহীত হয়।

৮। কৃপায়ন হাউজিং এস্টেটে শিং এর 'কৃপায়ন শপিং ক্ষয়ার' অফিস স্পেস ইন্টেরিয়রের বিষয়ে আলোচনা - সাধারণ সম্পাদক সভাকে এ মর্মে অবহিত করেন যে, ইতোমধ্যে সব কটি এসোসিয়েশন বেশ ক'বৰ বাসে ইন্টেরিয়রের বিষয়ে একটি ডিজাইন চূড়ান্ত করা হয়েছে। তিনি ডিজাইনের একটি কল্পিত সভায় উপস্থিতিদের সরবরাহ করেন, যাতে সবাই সম্মতি দান করেন। নতুন অফিস ডিজাইনে বিপিআইসিসির জন্য বিপিআইসিসির নিকট থেকে এককালীন ২৫/৩০ লক্ষ টাকা অনুদান হিসেবে নেয়ার প্রস্তাব করা হলে সভায় তা সর্বসমতিক্রমে গৃহীত হয়।

৯। ব্রয়লার মুরগির খামার ব্যবহাপনা বিষয়ক পুষ্টিকা বিতরণ প্রসঙ্গে - ডাঃ মোঃ আঃ ছালেক এর দেখা এবং 'এ সি আই এলিমেল হেল্প' এর সৌজন্যে সংস্করণকৃত 'ব্রয়লার মুরগির খামার ব্যবহাপনা' বিষয়ক পুষ্টিকাটি' বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিতরণের বিষয়ে সর্বসমতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কার্যনির্বাহী পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ সভা-নভেম্বর, ২০২১

WPSA-BB এর কার্যনির্বাহী পরিষদের ১৯২তম সভা নির্বাহী পরিষদের সভাপতি জনাব মসিউর রহমান এর সভাপতিত্বে ১৩ নভেম্বর, ২০২১ইং রোজ শনিবার বিকাল ০৫০০ ঘটকায় The Great Kabab Factory Bangladesh (Gulshan Branch), Gulshan 2 Circle, 41,Samsuddin Mansion, Level 5, ঢাকা-১২১২ অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর আলোচনা করা হয় :

১। **WPSA-BB বিভাগীয় সাব- কমিটি গঠন প্রসংগ** : এলাকা ভিত্তিক সদস্য সংগ্রহে কমিটি গঠন।

২। আন্তর্জাতিক কার্যালয় সেমিনার আয়োজন প্রসংগ।

৩। **WPSA-BB Research Grants প্রসংগ।**

৪। **WPSA-BB Annual General Meeting-2020 (WPSA-BB AGM-2020)** প্রসংগ : ১৮ ডিসেম্বর ২০২১ অথবা তেজু প্রাপ্তা সাপেক্ষে আয়োজন করা।

বিশ্ব ডিম দিবস - ২০২১

সারাদেশে ডিম দিবস উদযাপিত

প্রতিদিন ডিম খাই, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াই এ সোগানে আজ সারাদেশে উদযাপিত হলো বিশ্ব ডিম দিবস। পুষ্টিবিদ ও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ডিমের জিংক ও টিওমিন ডি কেভিড-১৯ সংক্রমণের ঝুঁকি কমায়। ডিম ইমিউনিটি বাড়ায়, হার্ট সুষ্ঠু রাখে, টাইপ-২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমায়, ভাইরাল ও ব্যাকটেরিয়াল রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে। সুস্থ-স্বৰূপ থাকতে তারা বেশি বেশি ডিম খাওয়ার পরামর্শ দেন। প্রাণিসম্পদ অধিদণ্ড, বালাদেশ পোষ্টি ইন্ডাস্ট্রি সেন্টাল কাউন্সিল (বিপিআইসিসি), ওয়াল্টস পেটিশন সায়েন্স এসোসিয়েশন-বাংলাদেশ শাখা এবং জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা যৌথভাবে এবছর দেশব্যাপী ডিম দিবসের কর্মসূচী পালন করে- যার মধ্যে ছিল আলোচনা সভা, এতিমধ্যান ও বৃক্ষশোভন দুর্বলদের মধ্যে ডিম বিতরণ, পোস্টার ও লিফলেটে বিতরণ, ইত্যাদি।

চাকায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মর্জি শ ম জেজাটল করিম, এম পি এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রালয়ের সচিব রওনক মাহমুদ।



সম্মাননীয় অতিথি ছিলেন জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বাংলাদেশ প্রতিনিধি মি. রবার্ট ডি. সিম্পসন। সভাপতিত্ব করেন বিপিআইসিসি'র সভাপতি মসিউর রহমান।

বিপিআইসিসি'র সভাপতি মসিউর রহমান বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে 'মিড ডে মিল'-এ খুচুরির ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জটিলতার কারণে উদ্বোগটি থেমে গেছে কিন্তু সিক্ক ডিম দেয়ার ক্ষেত্রে সে ধরনের কোন জটিলতা নাই কারণ ডিম সরবরাহকারি প্রতিষ্ঠান নিজেই ডিম সিক্ক ও সরবরাহ করা থেকে শুরু করে যাবতীয় কাজ করতে পারবে।



অন্যদিকে ডিমের খোসা রিসাইক্লিং করে পুনরায় পোক্টি শিল্পে ব্যবহার করা যাবে। মসিউর বলেন- পোশাক শুমিকরা প্রচুর ডিম খায়। অভিন্ননৈর মালিকরা যদি তাদেরকে টিফিন দিবেন তিম খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেন তবে তাদের স্বাস্থ ও কর্মশক্তি উন্নত হবে।

সরকারি আগে ডিম কে অন্তর্ভুক্ত করারও অন্বেষণ জানান মসিউর।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নবনিযুক্ত মহাপরিচালকের সাথে বিপিআইসিসি'র সৌজন্য সাক্ষাৎ

২ নভেম্বর, ২০২১ তারিখে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নতুন মহাপরিচালক কে ফল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান বিপিআইসিসি। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কার্যালয়ে বিপিআইসিসি'র একটি প্রতিনিধিদল প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডা. মনজুর মোহাম্মদ শাহজাদার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং নতুন দায়িত্ব প্রাপ্তিতে তাঁকে অভিনন্দন জানান। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ পোক্টি ইন্ডাস্ট্রি সেক্টর কাউন্সিল (বিপিআইসিসি) এবং ওয়ার্ল্ড স্পোক্টি সায়েন্স এসোসিয়েশন- বাংলাদেশ শাখার (ওয়াপসা- বিবি) সভাপতি মসিউর রহমান।

নবনিযুক্ত মহাপরিচালক ডা. মনজুর মোহাম্মদ শাহজাদার বলেন, পোক্টি শিল্পের বিদ্যমান সমস্যাগুলোর বিষয়ে তিনি অবগত আছেন। "মহাপরিচালক নিযুক্ত হওয়ার আগেও আমি পোক্টি শিল্পের উন্নয়নে সচেষ্ট হিলাম, যতদিন মহাপরিচালকের দায়িত্বে আছি সে চেষ্টা অব্যাহত থাকবে।



অন্যদিকে পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সাথে বিপিআইসিসি ও তার সহযোগী সংগঠনগুলো একযোগ কাজ করবে বলে জানান মসিউর রহমান।



ওয়াপসা- বিবি'র বার্ষিক সাধারণ সভা-২০২০

ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সদস্যের আনন্দঘন উপস্থিতির মধ্য দিয়ে গত ১১ ডিসেম্বর মসিউর রহমান ও ওয়ার্ল্ড স্পোক্টি সায়েন্স এসোসিয়েশন-বাংলাদেশ শাখার (ওয়াপসা-বিবি) বার্ষিক সাধারণ সভা-২০২০। সংগঠনটির সভাপতি মসিউর রহমানের স্বাগত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে দিলের কার্যালয়ী শুরু হয় রাজধানীর মহাখালিষ্ঠ এস.কে.এস টাওয়ারে।

মসিউর রহমান বলেন, বিজ্ঞান ও শিল্প একে অন্যের সাথে অঙ্গীভাবে জড়িত। পোক্টি একটি বিজ্ঞানভিত্তিক শিল্প তাই দেশীয় পোক্টি শিল্পের অগ্রগতিতে বিজ্ঞান ও গবেষণাকে যথোপযুক্তভাবে কাজে লাগাতে হবে এবং সেকেরে ওয়াপসা-বাংলাদেশ শাখা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।



জনাব মসিউর বলেন, সদস্য সংখ্যা এবং প্রায়োগিক ক্ষেত্রে অবদান বিবেচনায় ওয়াপসা- বাংলাদেশ শাখা বিগত বছরগুলোতে বিশ্বে শীর্ষ ছান অধিকার করেছে। "এ সম্মান আমরা ধৰে রাখতে চাই। আমি মনেকরি শুধুমাত্র সদস্য সংখ্যার ভিত্তিতে নয় বরং মৌলিক গবেষণা, ইনোভেটিভ এন্প্রোচ এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পরিম্বলে পোক্টি খাদ্যের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখার মাধ্যমেই আগামীতে ওয়াপসা-বাংলাদেশ শাখা তার স্বীকৃততা, স্বত্ত্বা ও সম্মান অঙ্গুল রাখবে।"

জনাব মসিউর বলেন, প্রত্যেকের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবদানের মধ্য দিয়েই আজকের অর্জন সম্ভব হয়েছে। আমরা সামনে এগুলো চাই এবং সেজন্য সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন।

